একাদশ অধ্যায়

পরিবহন ও যোগাযোগ

দেশের ২২,৭১৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মহাসড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে একটি নিরাপদ, আধুনিক, টেকসই, ব্যয়সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সরকারের মূল লক্ষ্য। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং যানজট নিরসনে বৃহত্তর ঢাকা শহরের বাস সার্ভিস ব্যবস্থাকে মোট ৯টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ২২টি কোম্পানীর অধীনে ৪২টি রুটে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ হতে হেমায়েতপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত পাইলটিং রুটে ফ্রাঞ্চাইজ পদ্ধতিতে বাস পরিচালনার লক্ষ্যে ‘ঢাকা নগর পরিবহন’ বাস সার্ভিস চালু করা হয়। রেল যোগাযোগ ও পরিবহন পরিষেবার নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় বর্তমানে ৩,২৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের নেটওয়ার্ক দেশের ৪৮টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন নৌযান চলাচল, নৌপথে সাশ্রয়ী ও সেবা বান্ধব উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নতুন নতুন জেটি, শেড ও ইয়ার্ড নির্মিত হওয়ায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩২.৯৬ লক্ষ TEUs কন্টেইনার এবং ১৩.০৭ কোটি মে.টন কার্গো হ্যান্ডেলিং করা হয়েছে। এছাড়াও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে জাহাজের গড় অবস্থান কালের আশানুরূপ উন্নতি হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি বার্থে জাহাজের গড় অবস্থান কাল ছিল ২.৫৮ দিন। দেশে বর্তমানে মোট স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৪টি এবং চালুকৃত স্থলবন্দরের সংখ্যা ১৬টি, যার মাধ্যমে দেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে ০৭টি অভ্যন্তরীণ ও ২২টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ৩৩.৮৯ লক্ষ যাত্রী এবং ৪৪,৮৪৩ টন কার্গো পরিবহন করেছে। দেশের সর্বমোট ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৫০ শতাংশ ব্যান্ডউইডথ বর্তমানে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি (বিএসসিপিএলসি) এককভাবে সরবরাহ করছে যার পরিমাণ জুন/২০২৫ এর তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৩,৫৬৩ জিবিপিএস (গিগা বিট পার সেকেন্ড)। SEA-ME-WE 4 (SMW4) সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের Upgradation#6 প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিএসসিপিএলসি এর ক্যাপাসিটি আরো ৩৮০০ জিবিপিএস (গিগা বিট পার সেকেন্ড) বৃদ্ধি পাওয়ায় (SMW4) এর মোট ক্যাপাসিটির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪,৬৫০ জিবিপিএস। সামগ্রিকভাবে, পরিবহন, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা ও উদ্যোগসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি, বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং দেশকে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করছে।

উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সহজ ও সাশ্রয়ী করে তোলে, যা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরো শক্তিশালী করে। বিগত বছরগুলোতে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং ব্যাপক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিকে এগিয়ে নিতে সরকার পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে একাধিক কৌশলগত উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই উদ্যোগগুলোর লক্ষ্য একটি সমন্বিত অবকাঠামো নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতীয় সীমানার ভিতরে ও বাইরে আন্তঃসংযোগ উন্নত করা এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ ও আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে দেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,৭১৯ কিলোমিটার মহাসড়ক বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত মহাসড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে ১১৭টি জাতীয় মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৪,২৯৪ কিলোমিটার, ১৫৩টি আঞ্চলিক মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৫,০৪০ কিলোমিটার এবং ৭৩০টি জেলা মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ১৩,৩৮৫ কিলোমিটার। এছাড়া, সওজ

নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,২৯৭টি সেতু এবং ১৫,০৮৪টি কালভার্ট রয়েছে। তদুপরি সওজ কর্তৃক সার্ভিস লেনসহ মহাসড়কসমূহ চার বা তদুর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কের অংশসমূহ প্রয়োজনীয় স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নিম্নে বছরওয়ারী সওজ সড়ক নেটওয়ার্কের পরিসংখ্যান সারণি ১১.১ এ দেয়া হলো:

সারণি ১১.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণীর মহাসড়কের দৈর্ঘ্য

(কিলোমিটার)

বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা মহাসড়ক	মোট
২০১৫	৩৫৪৪	৪২৭৮	১৩৬৫৯	২১৪৮১
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৭	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৮	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৯	৩৯০৬	৪৪৮৩	১৩২০৭	২১৫৯৬
২০২০	৩৯০৬	৪৭৬৭	১৩৪২৩	২২০৯৬
২০২১	৩৯৪৪	৪৮৮৩	১৩৫৯২	২২৪১৯
২০২২	৩৯৯১	৪৮৯৮	১৩৫৪৫	২২৪৩৪
২০২৩	৩৯৯১	৪৮৯৮	১৩৫৮৭	২২৪৭৬
২০২৪	৩৯৯১	৪৮৯৮	১৩৫৮৭	২২৪৭৬
২০২৫	৪২৯৪	৫০৪০	১৩৩৮৫	২২৭১৯

উৎস: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন মোট ১২৮টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ১২৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে। এই প্রকল্পসমূহে সর্বমোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১৩,৭৬৪.৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন ১০,১০৮.৫৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সহায়তার পরিমাণ ৩,৬৫৬.১৬ কোটি টাকা। সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে সরকারী অর্থায়নের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় পিপিপি ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্তমানে ৬টি প্রকল্প পিপিপি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম

নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নে UN Decade of Action for Road Safety 2021-2030 এবং Sustainable Development Goal (SDG) এর আওতায় বিভিন্ন সময়াবদ্ধ কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট ৩.৬ অর্জনের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত National Road Safety Strategic Action Plan অনুযায়ী প্রকৌশলগত বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ‘টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ীচালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপন’ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-রংপুর এবং ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের যথাক্রমে কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এবং মাগুরায় পণ্যবাহী গাড়িচালকদের জন্য ৪টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপন করা হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে দূরপাল্লার যানবাহন চালকদের যাত্রাপথে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ থাকবে। ফলে একটানা বিরামহীন ও বেপরোয়া ড্রাইভিং এর কারণে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনার হার কমবে বলে আশা করা যায়। একটি আধুনিক, নিরাপদ ও সমন্বিত সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে জাতীয় মহাসড়কসমূহে ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম (ITS) স্থাপনের জন্য কোরিয়ান সরকারের সহায়তায় Improving the Reliability and Safety in National Highway Corridors of Bangladesh by Introducing of Intelligent Transport Systems (ITS) প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মহাসড়কে ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বা ITS স্থাপন করা হলে যানবাহনের গতিবিধির Real-Time মনিটরিং করা সম্ভব হবে যার মাধ্যমে গতিসীমা লঙ্ঘনকারী যানবাহন, অবৈধ পার্কিং, যানজট, সড়ক দুর্ঘটনা সনাক্তকরণ এবং এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক

ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল কর্তৃক ১১১টি সুপারিশের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ফেরী ব্যবস্থা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন বর্তমানে ৫২টি ফেরিঘাট চালু রয়েছে। এছাড়া আরও ২৪টি নতুন ফেরিঘাটের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৪টি ফেরিঘাট সম্প্রতি অনুমোদন লাভ করেছে। বিভিন্ন ধরনের মোট ১১৬টি ফেরি, ১২৬টি পন্টুন এবং ৭৫টি গ্যাংওয়ের মাধ্যমে ফেরী সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া প্রতি বছর সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের যান্ত্রিক উইংয়ের অধীন ফেরী নির্মাণ বিভাগ, ঢাকা এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে ফেরি, পন্টুন ও গ্যাংওয়ে ডিজাইন, নির্মাণ ও পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

টোল আদায়

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন সড়ক, সেতু ও ফেরীসমূহে চলাচলকারী যানবাহন হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ১২১৭.৪৪ কোটি টাকা টোল হিসাবে আদায় করা হয়েছে। এর মধ্যে সড়ক ও সেতু হতে আয় হয়েছে ১১৯৫.৮৬ কোটি টাকা এবং ফেরি থেকে আয় হয়েছে ২১.৫৯ কোটি টাকা।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

সড়ক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে এলজিইডি ৪,১৩,৪৪২.৯১ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এলজিইডি'র শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১,৫০,৯৬৯ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে, পাশাপাশি ব্রিজ/কালভার্ট ১৯,২৭,৭৫৪ মিটার লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ১৫,৪৪,১৭৪ মিটার সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, ২,০০,৭০৮ কিলোমিটার পাকা সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে এবং ৫,১৫,১৩৮ মিটার সেতু ও কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন সম্পন্ন হয়েছে। একইসাথে গ্রোথ-সেন্টার ও হাট-বাজারের উন্নয়ন কার্যক্রমেও অগ্রগতি হয়েছে, যেখানে এখন পর্যন্ত ১৭,৫৭০টির মধ্যে ৫,১২৪টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

অন্যান্য অবকাঠামোর মধ্যে এলজিইডি ৩,৪৮৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স, ৪৯২টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন সম্প্রসারণ, ২,০২০টি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ, ২৬,১১৫ কিলোমিটার সড়কের পাশে বৃক্ষরোপণ, ২৭,৬৭৬টি সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ, ৮,২৬,১৪১ হেক্টর এলাকাজুড়ে জলাবদ্ধতার সমস্যার কার্যকর সমাধান করেছে। পাশাপাশি, ক্ষুদ্রাকার জলসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বহু সংখ্যক জল সংরক্ষণ কাঠামো স্থাপন করেছে, যা সেচযোগ্য ভূমির পরিমাণ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০১৫-১৬ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহন খাতে অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সারণি ১১.২ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.২: এলজিইডি'র অধীনে পরিবহন অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পাকা রাস্তা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন (কি:মি:)	৪৮১৩	৫২০০	৮৫৩৪	৫৪০০	৫৫০০	৩১০০	৪৪৫০	৪৬২০	৪৯৩০	৫৫১০
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মি:)	২৮৫০০	৩২০০০	২৯৭০০	৩০০০০	৭৯৭৮	১৮০০০	২০০০০	২০৫০০	২১০০০	২১৫০০
নগর অঞ্চলে সড়ক ও ফুটপাত নির্মাণ (কি:মি:)	১১১০	১০৩৭	১২৫৬	১৭৪৬	২৩৩২	৭১০	১৫৬০	৬২০	৫০৭	১০৮৯
নগর অঞ্চলে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মি:)	৯১৫	৭৯৫	১১৬৭	৩৬১৫	২৫৩৮	৩৮৫৭	১৮০৪	১২২৭	১৫০৬	১০৫৩

উৎস: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

Rural Connectivity Improvement Project (RCIP) এর আওতায় GIS Based Development of Rural Master Plan কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় নতুন রাস্তা নির্মাণ ও পুরাতন রাস্তার সংস্কার কার্যক্রমের লক্ষ্যে একটি জিআইএস বেইজড রোড প্রায়োরাইটাইজেশন সিস্টেম প্রস্তুত করা হবে। এলজিইডি কর্তৃক সারাদেশের ৩,৫৫,০০০ কিলোমিটার রাস্তার এলাইনমেন্ট সার্ভে (GPS), ১,৫২,০০০টি ব্রিজ/কালভার্ট, পর্যটনকেন্দ্র, উপজেলা/ইউনিয়ন কমপ্লেক্স, শিক্ষাকেন্দ্র (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি), আর্থসামাজিক অবকাঠামো (গ্রোথ সেন্টার, গ্রামীণ বাজার, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পুলিশ স্টেশন, পাবলিক সেন্টার প্রভৃতি) এর লোকেশন সার্ভে এবং সকল উপজেলা,

ইউনিয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়কসহ সর্বমোট ৩০,০০০ সড়কের Hat Day এবং Non Hat Day তে ট্রাফিক সার্ভে পরিচালনা ও সংগৃহীত সকল ডাটার জিআইএস ডাটাবেজ প্রস্তুতির কাজ বর্তমানে চলমান।

জাতীয়ভাবে জিআইএস ডাটা শেয়ার করার অভিন্ন প্লাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে National Spatial Data Infrastructure (NSDI) প্রস্তুতির কাজ চলছে। জনসাধারণের নিজস্ব চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ সহজে তৈরী করতে জিআইএস পোর্টালটি অনলাইনে চালু রয়েছে। প্রকল্প পরিকল্পনায় জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্যে পোর্টালে সকল প্রকল্পের স্কীমসমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে। অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় খুব সহজে সড়ক নির্বাচনে দ্বৈততা যাচাই করা যাচ্ছে। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় পল্লী এলাকার জনগণের জানমাল সুরক্ষায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি) বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৬৬টি নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৪৫০টি বিদ্যমান ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংস্কার করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য এলজিইডি-এর প্রকল্প হচ্ছে-ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং (ক্রিম) এবং জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (সিআরআরআইপি)।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহন সেক্টরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণরোধ এবং যানজট নিরসনে বিআরটিএ'র গৃহীত উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাসমূহ নিম্নে দেয়া হলোঃ

- সনাতন রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্লু-বুক) এর পরিবর্তে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক নির্ভর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি) প্রস্তুত কার্যক্রম জুন/২০১৪ হতে শুরু করা হয়। জুন/২০২৫ পর্যন্ত মোট ৫৩.৩৯ লক্ষ ডিআরসি প্রস্তুত করে বিতরণ করা হয়েছে।

- রাজস্ব ফাঁকি রোধ, গাড়ি চুরি/ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতা হ্রাস, দিনে ও রাতে সমানভাবে দৃশ্যমান হওয়াসহ বিআরটিএ'র এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখ থেকে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (RFID) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন করা হয়। ঢাকা মহানগরীতে মোটরযানের গতিবিধি ট্র্যাকিং করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ১২টি স্থানে আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ১২টি পয়েন্টে ১২টি আরএফআইডি স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শুরু থেকে জুন/২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৫২.৮২ লক্ষ আরএফআইডি ট্যাগ ও রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৪৭.২৬ লক্ষ আরএফআইডি ট্যাগ ও রেট্রো- রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট গাড়ীতে সংযোজন করা হয়েছে, সর্বমোট ৫৩.৩৯ লক্ষ ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৪২.৬৩ লক্ষ ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।

- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দক্ষ ও মানবিক গুণসম্পন্ন গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক পেশাজীবী গাড়িচালকদের নিয়মিতভাবে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৮ সাল হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১১.৬২ লক্ষ পেশাজীবী গাড়িচালককে সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- সড়ক শৃঙ্খলা আনয়ন ও সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে সরকার 'সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮' এবং 'সড়ক পরিবহন বিধিমালা ২০২২' প্রণয়ন ও কার্যকর হয়েছে। এ আইন ও বিধিমালার অধীন সড়ক দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অনুকূলে ও মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা তহবিল গঠন এবং তা পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। জুন/২০২৫ পর্যন্ত মোট ৫৮.৫৬ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার ১৩১৬টি চেক সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। যার মধ্যে নিহত ১,১১২ জন, আহত ১৫৮ জন ও গুরুতর আহত ৪৬ জন।

২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে বিআরটিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় সারণি ১১.৩-এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.৩: বিআরটিএ'র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার
২০১৫-১৬	১৩৫৪.০১	১৬১৯.০২	১১৯.৫৭
২০১৬-১৭	১৭৭১.৮৪	১৪৬৯.৮৬	৮২.৯৬
২০১৭-১৮	১৮০৫.৫১	১৫৪৫.০৭	৮৫.৫৭
২০১৮-১৯	১৮৩৪.১৪	১৮২৫.৮৩	৯৯.৫৫
২০১৯-২০	২০১৭.৯২	১৬৮১.৬৭	৮৩.৩৪
২০২০-২১	২২৩৫	১৬২৭	৭২.৭৯
২০২১-২২	২৪০০	১৮২৩.৮৭	৭৫.৯৯
২০২২-২৩	৩০৫৪	২০২০.১৩	৬৬.১৫
২০২৩-২৪	৪৯৯৬.৩৪	২২১৩.৫৫	৪৪.৩০
২০২৪-২৫	৩৯৭১.৮৩	২০৫১.৯৩	৫১.৬৬

উৎস: বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবাহনে মোট ১,৩০৮টি বাস ও ৫২৫টি ট্রাক রয়েছে। এছাড়া বিআরটিসি'র ২৪টি বাস ডিপো ও ০২টি ট্রাক ডিপো রয়েছে। বাসের মাধ্যমে যাত্রী পরিবহন সেবা দিচ্ছে এবং ট্রাকের মাধ্যমে সরকারি পণ্য দ্রব্যাদি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবহণ করছে। সারণি ১১.৪-এ ২০১৫-১৬ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরটিসি'র রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

সারণি ১১.৪: বিআরটিসি'র রাজস্ব আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	পরিচালন ব্যয়	পরিচালন উদ্বৃত্ত
২০১৫-১৬	২৬৬.৩৬	২৫৮.৩১	৮.০৫
২০১৬-১৭	২৬২.৫৫	২৬৭.৬০	-৫.০৫
২০১৭-১৮	২৫৩.১৮	২৫৬.১০	-২.৯২
২০১৮-১৯	২৫৮.৮৮	২৫৯.৮২	-০.৯৪
২০১৯-২০	৩৪৯.২৮	৩২৪.৪৩	২৪.৮৫
২০২০-২১	৩২৪.৪৬	২৯৯.৬৮	২৪.৭৮
২০২১-২২	৪৭৫.৯১	৪৪০.১৫	৩৫.৭৬
২০২২-২৩	৬৩১.৭৮	৫৮৪.০৭	৪৭.৭১
২০২৩-২৪	৫৯৪.৩১	৫৬৯.২৬	২৫.০৫
২০২৪-২৫	৫৯০.৮৩	৫৭৯.১০	১১.৭৩

উৎস: বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)।

বিআরটিসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি:

- সন্দ্বীপের জনসাধারণ রাজধানী ঢাকার সাথে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বঞ্চিত ছিল। সন্দ্বীপ পারের জনগণ জলযানের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণভাবে রাজধানী ঢাকার সাথে যোগাযোগ করতেন। ১৭/০১/২০২৫ তারিখ হতে চট্টগ্রাম বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে কুমিরা ফেরীঘাট (চট্টগ্রাম) হতে টঙ্গী (গাজীপুর) রুটে ০২টি এসি বাস দ্বারা যাত্রীসেবা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন রুট চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৪/০৩/২০২৫ তারিখ হতে ঢাকা-সন্দ্বীপ পর্যন্ত রুটটি বর্ধিত করা হয়। বর্তমানে বাঁশবাড়িয়া ফেরীঘাট হতে সরাসরি সন্দ্বীপ (গুপ্তছরা) পর্যন্ত ০২টি এসি বাস পরিচালিত হচ্ছে।

- বাংলাদেশ পরিবহন ব্যবস্থাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ডিটিসিএ'র অধীনে উত্তরা-দিয়াবাড়ি এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বিআরটিসি'র চলমান বাস সার্ভিসে Rapid Pass এর মাধ্যমে সম্মানিত যাত্রীসাধারণ সহজেই উক্ত রুটে যাতায়াত করছে।

- ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা, ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি, ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা এই ০৫টি আন্তর্জাতিক রুট চালু করে যাত্রী পরিবহণ সেবা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া কক্সবাজার-আগরতলা ভায়া: চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম-কোলকাতা ভায়া: ঢাকা, ঢাকা-শিলিগুড়ি-ঢাকা, ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা ভায়া: সাতক্ষীরা ভোমরা স্থলবন্দর আন্তর্জাতিক নতুন রুট চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- বর্তমানে বিআরটিসি'র ৭৬৩টি বাস এবং ৪৮৭টি ট্রাকে Vehicle Tracking system (VTS) পদ্ধতি সংযোজন করা যাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল বাস ও ট্রাককে এই সিস্টেমের আওতায় আনা হচ্ছে। বিআরটিসি বাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়সহ প্রত্যেক ডিপো/ইউনিটে VTS মনিটরিং ও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়। কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে বিআরটিসি বাসের রাজস্বের তথ্য, যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন, নিরাপদে যাত্রী গন্তব্যে পৌঁছানো, সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য, যাত্রীদের মালামালের নিশ্চয়তা, যাত্রী কর্তৃক প্রাপ্ত যেকোন অভিযোগ সরাসরি কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়।

- মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে দেশের বেকার যুব সম্প্রদায় এবং দুঃস্থ মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক ও ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় বিআরটিসি'র প্রচলিত নিয়মে ২৪টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (০৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ২০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) পরিচালিত হচ্ছে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজিপুর ও নরসিংদী জেলা এর আওতাধীন। বর্তমানে ডিটিসিএ'র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। ডিটিসিএ কার্যত এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে।

ডিটিসিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) একটি আধুনিক, স্বচ্ছ ও একীভূত ই-টিকেটিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ই-ক্লিয়ারিং হাউজ প্রতিষ্ঠা করে এবং 'র‍্যাপিড পাস' নামে NFC ভিত্তিক Stored Value Card (SVC) স্মার্ট কার্ড চালু করে। ই-ক্লিয়ারিং হাউজ হলো একটি কেন্দ্রীয় সিস্টেম, যা বিভিন্ন গণপরিবহন সংস্থার ভাড়া আদায় এর আর্থিক লেনদেন, হিসাব সমন্বয় ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে থাকে। বর্তমানে র‍্যাপিড পাস কার্ডের মাধ্যমে যাত্রীরা মেট্রোরেল এবং বিআরটিসি বাসের নির্দিষ্ট রুটসমূহে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাড়া পরিশোধ করতে পারছেন। এছাড়াও, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (BRT), হাতিরঝিল চক্রাকার বাস, ওয়াটার ট্যাক্সি, ফেরী সার্ভিস, টোল প্লাজা ইত্যাদিতে র‍্যাপিড পাস চালুর লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিটিসিএ'র লক্ষ্য হলো, "One Card for All Transport" ধারণার ভিত্তিতে একটি মাত্র স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে দেশের সকল গণপরিবহনে যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে এই স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, টোল প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন ইত্যাদি পরিশোধের সুযোগ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ক্লিয়ারিং হাউজ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি Special Purpose Company (SPC) গঠনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে, যা টেকসই ই-ক্লিয়ারিং হাউজ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণে নেতৃত্ব প্রদান করবে।

ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং যানজট নিরসনে বৃহত্তর ঢাকা শহরের বাস সার্ভিস ব্যবস্থাকে মোট ৯টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ২২টি কোম্পানীর অধীনে ৪২টি রুটে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ হতে হেমায়েতপুর থেকে নারায়নগঞ্জ পর্যন্ত পাইলটিং রুটে ফ্রাঞ্চাইজ পদ্ধতিতে বাস পরিচালনার লক্ষ্যে "ঢাকা নগর পরিবহন" বাস সার্ভিস চালু করা হয়।

ডিটিসিএ আইনের ধারা ৯-এর উপধারা (চ) অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্মিতব্য বহুতল ভবন ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ডিটিসিএ হতে যানবাহন প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নক্সা অনুমোদনের বিধান রয়েছে। বহুতল ইমারত হতে যে পরিমাণ ট্রাফিক উৎপন্ন হবে তা বিদ্যমান রাস্তায় সুষ্ঠু যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব ফেলবে Traffic Impact Assessment (TIA) এর মাধ্যমে তা নিরুপণ করা যায়। TIA প্রতিবেদনের সুপারিশে বহুতল ভবন/সংশ্লিষ্ট আবাসিক প্রকল্প এলাকায় সৃষ্ট যানজট দূরীকরণে কর্মপরিকল্পনা উল্লেখ থাকবে, যা বাস্তবায়ন করলে সামগ্রিক ট্রাফিক পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ০৫টি আবাসন প্রকল্প ও ১৬টি বহুতল ভবনের ট্রাফিক সার্কুলেশন সংক্রান্ত ছাড়পত্রের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) কর্তৃক ২০৩০ সালের মধ্যে ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাটি সারণি ১১.৫-এ দেয়া হলো।

সারণি ১১.৫ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০

এমআরটি লাইনের নাম	পর্যায়	সমাপ্তির সাল	ধরণ
এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৫	উড়াল
এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট		২০২৮	
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
এমআরটি লাইন-২			
এমআরটি লাইন-৪			

উৎস: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড।

- **MRT Line-6:** সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরা উত্তর হতে কমলাপুর পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার এমআরটি লাইন-৬ এর নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ থেকে উত্তরা উত্তর হতে আগারগাঁও অংশ প্রথম ধাপে এবং গত ০৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ থেকে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশ দ্বিতীয় ধাপে বাণিজ্যিকভাবে মেট্রো ট্রেন চলাচল করছে। জুন ২০২৫ মাসে দৈনিক গড়ে ২.৬৯ লক্ষ যাত্রী মেট্রোরেলে যাতায়াত করেছেন। জুন ২০২৫ পর্যন্ত উত্তরা উত্তর হতে মতিঝিল পর্যন্ত অংশের বাস্তব গড় অগ্রগতি ৯৯.৩৪ শতাংশ। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৫৭.০১ শতাংশ।
- **MRT Line-1:** ২০২৬ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৯.৮৭ কিলোমিটার পাতাল এবং নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত ১১.৩৭ কিলোমিটার উড়াল মোট ৩১.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২১টি স্টেশন বিশিষ্ট MRT Line-1 নির্মাণের নিমিত্ত ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কন্ট্র্যাক্ট প্যাকেজ CP-01 এর জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯ শতাংশ। অবশিষ্ট ১১টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন আছে। জুলাই ২০১৯ সালে প্রণীত ডিপিপি অনুসারে এমআরটি লাইন-১ এর রুটে ২০২৫ সাল নাগাদ দৈনিক ১১ লক্ষ ৫ হাজার যাত্রী সংখ্যার প্রাক্কলন করা হয়েছে।
- **MRT Line-5 (Northern Route):** হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত পাতাল ও উড়াল সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (পাতাল ১৩.৫০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৬.৫০ কিলোমিটার) ও ১৪টি স্টেশন (পাতাল ৯টি ও উড়াল ৫টি) বিশিষ্ট এমআরটি লাইন-৫ এর নির্মাণ কাজ মোট ১০টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে হেমায়েতপুর ডিপোর ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাকেজ CP-01 এর জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫৭.৩২ শতাংশ। অবশিষ্ট ৯টি প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এমআরটি লাইন-৫ চালু হলে দৈনিক ১২ লক্ষ ৩০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে সক্ষম হবে।
- **MRT Line-5 (Southern Route):** ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী থেকে আফতাব নগর পর্যন্ত ১৩.১০ কিলোমিটার পাতাল এবং আফতাব নগর সেন্টার থেকে দাশেরকান্দি পর্যন্ত ৪.১০ কিলোমিটার উড়াল মোট ১৭.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5: Southern Route নির্মাণের নিমিত্ত Feasibility Study ও Engineering Design সম্পন্ন হয়েছে। বিনিয়োগ প্রকল্পের DPP অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে প্রকল্পের Procurement Document Preparation এর কাজ চলমান আছে। এই লাইন চালু হলে দৈনিক প্রায় ৯ লক্ষ ২৪ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন।
- **MRT Line-2:** ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী থেকে মোহাম্মদপুর-নিউমার্কেট-লালবাগ-মিটফোর্ড-ধোলাইখাল হয়ে ডেমরা পর্যন্ত সম্ভাব্য মেইন লাইন এবং গুলিস্তান থেকে সদরঘাট পর্যন্ত ব্রাঞ্চ লাইন সমন্বয়ে উড়াল ও পাতাল মিলিয়ে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-2 নির্মাণের নিমিত্ত অনুমোদিত PDPP অনুযায়ী Feasibility Study করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অনুসন্ধান করার কাজ চলমান ছিল। গত ০১ জুন ২০২৫ তারিখ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে এ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় MRT Line-2 এর Feasibility Study, Basic Design, Detailed Design এবং Tender Assistance কাজসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে নতুন PDPP পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী PDPP প্রস্তুতকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

- **MRT Line-4:** ২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ জেলার মদনপুর পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-4 নির্মাণের

নিমিত্ত Feasibility Study করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক গত ১৪ মে ২০২৪ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে Feasibility Study এর কাজ চলমান আছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি ৬০ শতাংশ।

- **Transit Oriented Development (TOD) Hub:** Non-fare Business হিসাবে MRT Line-6 এর উত্তরা সেন্টার স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে এবং MRT Line-5: Northern Route এর গাবতলী মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD Hub নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। MRT Line-6 এর উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে TOD Hub নির্মাণের নিমিত্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিকট থেকে ২৮.৬১৭ একর ভূমি বরাদ্দ গ্রহণ করা হয়েছে। অপর এমআরটি লাইনসমূহের জন্য TOD Hub নির্মাণের নিমিত্ত ভূমি অনুসন্ধানের কাজ চলছে।
- **Station Plaza নির্মাণ:** Dhaka Metro Rail Network-এর প্রতিটি লাইনের প্রধান প্রধান মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সুবিধাজনক স্থানে ন্যূনতম ৪টি করে Station Plaza গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সেতু বিভাগ

সেতু বিভাগ ১,৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ সম্পর্কিত পরিকল্পনা (সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ), বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। সেতু বিভাগের আওতায় একমাত্র সংস্থা 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ' বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ:

- **যমুনা সেতু:** একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এ দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ৩,৭৪৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ যমুনা সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। যমুনা সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। গত ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুন ২০২৫ মাস পর্যন্ত যমুনা সেতু হতে মোট ৯,০৮৭.৯৭ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

- **পদ্মা সেতু:** দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখ হতে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। সেতুটি চালু হওয়ার পর হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ২,৫১৭.৪৩ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে। পদ্মা সেতুর উপরের অংশ দিয়ে যানবাহন ও নীচের অংশ দিয়ে রেল চলাচল করছে। এ সেতুর মাধ্যমে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ১.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতি বছর ০.৮৪ শতাংশ হারে দারিদ্র্য নিরসন হবে।

- **কর্ণফুলী টানেল:** দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর তলদেশে প্রথম সড়ক টানেল নির্মাণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত ৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল গত ২৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ হতে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। টানেলটি চালু হওয়ার পর হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৬৫.৫০ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে। কর্ণফুলী টানেল চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব অংশের সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করেছে। টানেলটি চালু হওয়ার পর চট্টগ্রাম শহরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন হয়েছে, চট্টগ্রাম ও মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরে পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ আরও উন্নত হয়েছে।

- **৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতু:** রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে পার্শ্ববর্তী মুন্সীগঞ্জ জেলার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ২০০৮ সালে ১৯৭.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৫২১ মিটার দীর্ঘ ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ সেতু নির্মিত হওয়ায়

মুন্সীগঞ্জ ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো হতে ঢাকা মহানগরীতে শাক-সবজি ও ফলমূলসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজেই পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে। সেতুটি চালু হওয়ার পর থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ২৬৩.৬৯ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

- **ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট:** ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাংলাদেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় ৮৯৪০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে র‍্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ (১৯.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ মূল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ র‍্যাম্প) এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এক্সপ্রেসওয়েটি তিনটি ধাপে নির্মিত হচ্ছে। এর মধ্যে জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রথম ধাপের ১০০ শতাংশ, ২য় ধাপের ৮০.৫১ শতাংশ এবং ৩য় ধাপের ১২.৪০ শতাংশ ভৌত কাজ সম্পাদিত হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৭৫.২৬ শতাংশ।

- **সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট:** ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং ইউটিলিটিজ স্থানান্তরের ব্যয় নির্বাহে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৪৯১৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লিংক প্রকল্প হিসেবে 'সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট' বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মূল অ্যালাইনমেন্ট বরাবর ভূমি অধিগ্রহণ এবং ১ম পর্যায়ের ইউটিলিটি অপসারণ/প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ভবন অপসারণ ও পুনর্বাসন ভিলেজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৯৭.৯০ শতাংশ।

- **ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প:** ঢাকা শহরের উত্তরাঞ্চল তথা সাভার, আশুলিয়া, নবীনগর ও ইপিজেড সংলগ্ন শিল্প এলাকার যানজট নিরসন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি ১৭,৫৫৩.০৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৭ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫৯.৫০ শতাংশ।

- **কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কের পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প:** দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার কচুয়া-বেতাগী সড়কে পায়রা নদীর ওপর ১৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণে ১০৪২.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে, বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন ও ভৌত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ১৫.৪৫ শতাংশ।

- **পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প:** মোট ৩,৩১৮.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০.৮১ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ ও ৯.০৬ কিলোমিটার দোতলা রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ভৌত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭১.২০ শতাংশ।

- **সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ):** সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II এর প্যাকেজ-৫ ও প্যাকেজ-৬ এর কাজ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এডিবি অর্থায়নে প্যাকেজ-৫ ও প্যাকেজ-৬ এর নির্মাণ কাজের ব্যয় যথাক্রমে ৬০১.১০ কোটি টাকা এবং ৮১৯.১৬ কোটি টাকা। জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্যাকেজ-৫ ও প্যাকেজ-৬ এর ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৩৪.৬২ শতাংশ এবং ৮৯.৩১ শতাংশ। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনসহ দ্রুত ও নিরাপদ চলাচলের সুবিধা সৃষ্টির পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকা সচল থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ বাজার এলাকায় আন্ডারপাস ও জাংশনগুলোতে ফ্লাইওভার নির্মাণের কারণে আঞ্চলিক অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে যার প্রভাব দেশের জিডিপিতেও পড়বে।

রেল যোগাযোগ

দূষণ এবং জ্বালানি খরচকে ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে বাংলাদেশ রেলওয়ে (বিআর) নিরাপদ ও সাশ্রয়ী পরিবহন সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রেল যোগাযোগ ও পরিবহন পরিষেবার নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই-২০১৬ থেকে জুন-২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। বর্তমানে ৩,২৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের নেটওয়ার্ক দেশের ৪৮টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে ৩১টি অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে রেল যোগাযোগ ও পরিবহন পরিষেবার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটবে, নতুন নতুন জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে অভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ছাড়াও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক, সার্ক নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ হচ্ছে ‘পদ্মাসেতু রেলসংযোগ প্রকল্প’, ‘যমুনা রেলওয়ে সেতু নির্মাণ’, ‘দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ’, ‘আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েল গেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তর’, ‘খুলনা হতে মংলাপোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ’, ‘বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ’, ‘বাংলাদেশ রেলওয়ের মধুখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ’, ‘ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেললাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ’, ‘বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০ ব্রডগেজ (বিজি) প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ’, ‘ধীরাশ্রম আইসিডি নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণসহ পুবাইল-ধীরাশ্রম রেল লিংক নির্মাণ’, ‘বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদী পর্যন্ত ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প’, ‘চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর’। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য সারণি ১১.৬ এ উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণী ১১.৬: বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ড

অর্থ বছর	যাত্রী পরিবহন কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহন টন কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫
২০১৬-১৭	১০০৪.৬৬	১০৫২.৬৭	১৩০৩.৭৬	২৮৩৫.৫২
২০১৭-১৮	১২৯৯৩.৯১	১২৩৬.৫০	১৪৮৬.১৫	২৯১৮.০২
২০১৮-১৯	১৪৩৩৪.৭৬	৯১৩.৪৮	১৪০৬.৫০	৩০৫০.৬৬
২০১৯-২০	৯৯৫৭.৭৭	১০০২.০৪	১১২৫.৮৫	৩১৮৮.৯৭
২০২০-২১	৫৬২৬.২৫	১০০৩.১৬	১১১১.৫৭	২৮৬৭.৯৪
২০২১-২২	৮৬৬৩.৩৭	১০০২.৯৭	১১৪৯.৬৮	৩৩৩৪.৮৮
২০২২-২৩*	৯০৬৫.০৪	১০০৯.০০	১১৯০.০০	৩৪২০.০০
২০২৩-২৪*	৯৪২৭.৬৪	১০১৭.০০	১২৩০.০০	৩৫২৫.০০
২০২৪-২৫*	৮৯৫৬.৮৮	১০০৭.১৫	১৩৪০.৪৪	৩৮২৫.৩৩

উৎস: রেলপথ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক

নৌ যোগাযোগ

নৌপথ একটি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা। নৌপথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌপরিবহন সেবা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিআইডব্লিউটিএ’র ড্রেজিং বহরে মোট ৪৫ টি ড্রেজার এবং ২২৩টি ড্রেজার সহায়ক জলযান, ১২টি লংবুম এক্সাভেটর, ০৩টি ডেমুলেশন এক্সাভেটর, ০৫টি এম্ফিবিয়ান এক্সাভেটর, ০৩টি কেবিন ক্রুজার, ২৩টি পন্টুন এবং ১২টি ফর্ক লিফট রয়েছে। ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার নৌ-পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২২০ কি:মি:, ইতোমধ্যে উদ্ধারকৃত ভূমিতে ৫১ কি.মি.ওয়াকওয়ে, বনায়ন, সীমানা পিলার ও ০৩টি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, আরিচা, নওয়াপাড়া, আশুগঞ্জ-ভৈরববাজার, মেঘনাঘাট, ঘোড়াশাল, টঙ্গী, চট্টগ্রাম নদীবন্দর অঞ্চলে প্রায় ২৬,৫০৪টি স্থাপনা উচ্ছেদ করে প্রায় ১১৬৭.৯২ একর ফোরশোর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ’র মোট ১৬টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত। এসব প্রকল্পের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ০২টি; ভারতীয় নমনীয় ঋণ (LoC) এর আওতায় ০১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরডিপির আওতায় উক্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে বরাদ্দ রয়েছে ২০১১.৪৪ কোটি টাকা এবং জুন’২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ১৭৪৪.৭৪ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (জুন’ ২০২৫ পর্যন্ত) বিআইডব্লিউটিএ’র রাজস্ব আয় হয়েছে ৮৯৮.৯০ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরসহ বিআইডব্লিউটিএ’র বিগত ০৫ বছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.৭ এ দেয়া হলো:

সারণি ১১.৭ অর্থবছর ভিত্তিক বিআইডব্লিউটিএ’র আয়-ব্যয়ের বিবরণ (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (+/-)
২০২০-২১	৭৮৫.৬৬	৮০১.০০	-১৬.৩৩
২০২১-২২	৮০৯.০৭	৮৭৮.৬১	-৬৯.৫৪
২০২২-২৩	৮২৩.০৯	৯৪৫.৯৩	-১২২.৮৪
২০২৩-২৪	৮৪১.৪৬	৯৩২.১২	-৯০.৬৬
২০২৪-২৫	৮৯৮.৯০	৯৬৮.৮৩	-৬৯.৯৩

উৎস: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ।

যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ (জুন’২০২৫ পর্যন্ত) অর্থবছর মেয়াদে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌ-পথে সম্পাদিত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন (capital and maintenance dredging)-এর পরিমাণ সারণি ১১.৮ এ প্রদান করা হলো:

সারণি ১১.৮ অর্থবছর ভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন	মোট
২০২০-২১	২২০.৭৬	২২৬.৩৩	৪৪৭.০৯
২০২১-২২	২৬৫.৯১	২২৬.৬৭	৪৯২.৫৮
২০২২-২৩	১৪৩.৪৬	২১৮.৯০	৩৬২.৩৬
২০২৩-২৪	২২৪.৯১	২৩৭.৫১	৪৬২.৪২
২০২৪-২৫	২৮২.৪৪	২২৩.৫৬	৫০৬.০০

উৎস: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ।

এছাড়াও, বিআইডব্লিউটিএ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত পরিচালিত জরিপ কার্যক্রম সারণি ১১.৯-এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১১.৯: অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রম

অর্থবছর	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ (কিঃ মিঃ)	উপকূলীয় নৌ-পথ (বর্গ কিঃ মিঃ)
২০১৮-১৯	১৮৬৪.৪০	৭০০.০০
২০১৯-২০	১৯৯২.২৫	২১০০.০০
২০২০-২১	১৭১২.১৯	১৬৭৭.০০
২০২১-২২	১৫৩৩.০০	৭৫০.০০
২০২২-২৩	২৮১৭.৪৫	৮১৭.০০
২০২৩-২৪	৩৬৩৭.৭৬	৯৬৭.০০
২০২৪-২৫	৩৯৬২.৭০	১১৫০.০০

উৎস: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) সচল ১৪১টি (জুন, ২০২৫) নৌযানের মাধ্যমে নৌপথে সাশ্রয়ী ও সেবা বান্ধব উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১০-১১ হতে ২০২৪-২৫ (জুন,২০২৫)

সময়ে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক ২৭টি ফেরি, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী (এম.ভি বাঙালি ও এম.ভি মধুমতি) জাহাজ, ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ১২টি ওয়াটার বাস, ২টি শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার ও ৪টি কন্টেইনারবাহি জাহাজসহ মোট ৪৯টি বাণিজ্যিক নৌযান এবং ২১টি সহায়ক নৌযান (পন্টুন)সহ সর্বমোট ৭০টি নৌযান নির্মাণ করে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে। আরও ২৯টি জলযান বর্তমানে নির্মাণাধীন, যা ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ সংস্থার বহরে যুক্ত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

২০১৬-১৭ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর (মার্চ, ২০২৫) পর্যন্ত সংস্থাটির মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১০ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১০: বিআইডব্লিউটিসি’র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট লাভ/ক্ষতি
২০১৬-১৭	৩৬১.৬৯	৩৪১.৩২	২০.৩৭
২০১৭-১৮	৩৬৯.৪৯	৩৪৭.৭০	২১.৭৯
২০১৮-১৯	৩৮২.৫৫	৩৭২.৬৪	৯.৯১
২০১৯-২০	৩৭১.৩২	৩৭৬.৯৫	-৫.৬৩
২০২০-২১	৪১০.৯৮	৩৯০.১০	২০.৮৮
২০২১-২২	৪৩৮.৫৯	৪৪০.৮৬	-২.২৭
২০২২-২৩	৩৬০.৩০	৪০০.০৯	-৩৯.৮০
২০২৩-২৪	৩২৫.৪৭	৩৬৭.৭৫	-৪২.১৯
২০২৪-২৫*	২৩১.৩৫	২৪৬.৯৯	-১৫.৬৬

উৎস: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন।* সাময়িক

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শিপিং জার্নাল লয়েডস লিস্ট এর জরিপে ২০০৯ সালে ৯৮তম অবস্থান নিয়ে প্রথমবারের মত চট্টগ্রাম বন্দর শীর্ষ ১০০টি কনটেইনার পোর্টের তালিকায় নিজের স্বীকৃতি অর্জন করে। ২০২৪ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ৬৭তম অবস্থান অর্জন করেছে। বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে বন্দর ২৪X৭ অপারেশনাল রয়েছে। বন্দরের কার্যক্রমের সাথে সহায়ক অন্যান্য সংস্থা/এজেন্সি যেমন শুল্ক বিভাগ, ব্যাংক, শিপিং এজেন্টগণ আন্তঃসমন্বয়ের মাধ্যমে ২৪X৭ কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নতুন নতুন জেটি, শেড ও ইয়ার্ড নির্মিত হওয়ায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩২.৯৬ লক্ষ TEUs কন্টেইনার এবং ১৩.০৭ কোটি মে.টন কার্গো হ্যান্ডেলিং করা হয়েছে। এছাড়াও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে জাহাজের গড় অবস্থান কালের আশানুরূপ উন্নতি হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি বার্থে জাহাজের গড় অবস্থান কাল ছিল ২.৫৮ দিন।

বর্তমানে কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি Terminal Operating System (TOS) ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে সকল বন্দর ব্যবহারকারীকে অনলাইন কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে চট্টগ্রাম বন্দর Smart Port এর যুগে প্রবেশ করেছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বন্দর কর্তৃপক্ষ ৪,০৭৭টি জাহাজ হ্যান্ডেল করেছে। এছাড়া বর্তমানে মাতারবাড়ী বন্দরটি চট্টগ্রাম বন্দরের অধীনে পরিচালিত হওয়ায় অদ্যাবধি ১২৭টি জাহাজের মাধ্যমে ১২ লক্ষ টন পণ্য হ্যান্ডেলিং করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরে আগমনকারী ও বহিঃগমণকারী বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের নিরাপদ নেভিগেশন এর জন্য ভিটিএমআইএস এর প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট আপগ্রেড করে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বন্দর ব্যবহারকারী জাহাজের বার্থিং স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রচলিত বার্থিং প্রথার সংস্কার করে ডিজিটাল বার্থিং চালু করা হয়েছে। সারণি ১১.১১ এ ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ১১.১১: চট্টগ্রাম বন্দরের আয় ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	রাজস্ব উদ্বৃত্ত
২০২০-২১	৩৬৩১.৮৩	১৮৯২.৭৫	১৭৩৯.০৮
২০২১-২২	৪০৭২.৫৫	১৯৬৬.৬০	২১০৫.৯৫
২০২২-২৩	৪৪৩৮.৯৩	২১৩৪.৮১	২৩০৪.১২
২০২৩-২৪	৪৮৩০.৩৭	২১১৪.৯৮	২৭১৫.৩৯
২০২৪-২৫*	৫২২৭.৫৫	২৩১৪.৮৬	২৯১২.৬৯

উৎস: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। *সাময়িক

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা বন্দর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক বন্দরে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে এ বন্দরে ৬টি নিজস্ব জেটি, ব্যক্তি মালিকানাধীন ১৮টি জেটি এবং ২৫টি এ্যাংকোরেজ এর মাধ্যমে মোট ৪৯টি জাহাজ একসাথে হ্যান্ডেল করা সম্ভব। ২টি ওয়ার হাউজ, ৪টি ট্রানজিট শেড, ১টি স্টাফিং এন্ড আনস্টাফিং শেড, ৬টি কন্টেইনার ইয়ার্ড,

২টি কার ইয়ার্ড এর মাধ্যমে মোংলা বন্দরে বার্ষিক ১.৫০ কোটি মে.টন কার্গো এবং ১ লক্ষ TEUs কন্টেইনার এবং ২০ হাজার গাড়ি হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত মোংলা বন্দরে জাহাজ ১৩.৫০ শতাংশ হারে, কার্গো ১৪.৫৫ শতাংশ হারে, রাজস্ব আয় ১২.১৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কমেছে। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৭০টি জাহাজ, ১১৯.৪৫ লক্ষ মে.টন কার্গো, এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৩৪৮.৬১ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হয়েছে, যা বন্দরের ৭০ বছরের ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেকর্ড। সারণি ১১.১২ এ ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ১১.১২: মোংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

অর্থবছর	রাজস্ব আয় (কোটি টাকা)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকা)	নীট মুনাফা (কোটি টাকা)
২০১৬-১৭	২২৯.৬৯	১৫৬.৪৪	৭৩.২৫
২০১৭-১৮	২৭৬.১৪	১৬৬.৮১	১০৯.৩৩
২০১৮-১৯	৩২৯.১২	১৯৬.১২	১৩৩.০০
২০১৯-২০	৩৩৮.১৯	২২১.০১	১১৭.১৮
২০২০-২১	৩৪৮.৩৫	২১৭.২৭	১৩১.০৮
২০২১-২২	৩১৭.০৮	২১৯.৯৯	৯৭.০৯
২০২২-২৩	৩০২.৪২	২৪৬.৪১	৫৬.০১
২০২৩-২৪	৩৪৮.৬১	২৭৩.৫৬	৭৫.০৫
২০২৪-২৫	৩৪৩.৩৩	২৮১.২৩	৬২.১০

উৎস: মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পায়রা বন্দর দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর হিসেবে ২০১৩ সালের ১৯ নভেম্বর যাত্রা শুরু করে। ২০১৬ সাল হতে সীমিত পরিসরে এবং ২০১৯ সাল হতে বন্দরে নিয়মিত বাণিজ্যিক জাহাজ আগমন করছে। বন্দরকে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কতিপয় প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত এপ্রিল ২০২৪ তারিখে পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও মেইনটেনেন্স ড্রেজিং স্কিম কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ফলে বন্দর চ্যানেলে অধিক ধারণ ক্ষমতার (১০ মিটার) বাণিজ্যিক জাহাজ আগমনের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। তবে দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং বন্ধ থাকায় চ্যানেলের নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কাস্টম ও শিপিং সুবিধাদির পাশাপাশি সার্ভিস জেটি, ওয়ারহাউজ ও ১০টি আধুনিক জলযান এবং জেটি ও ইয়ার্ডের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও পায়রা বন্দরের ইনার এ্যাংকরেজে ট্রান্সশিপমেন্ট এরিয়া তৈরি করা হয়েছে, সেখানে ১৫টি বিদেশগামী জাহাজ এ্যাংকরেজে অবস্থান করতে পারে। ফলে শীপ টু শীপ অপারেশনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্য পরিবহনের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে বন্দর কর্তৃক ৬৫০ মিটার মূল জেটি ও ৩.২৫ লক্ষ বর্গমিটার ব্যাকআপ ইয়ার্ডসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যা বন্দরের নিজস্ব জেটিতে জাহাজ বার্থিং এর সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একই সাথে, আন্ধারমানিক নদীর উপর ব্রিজ ও ৬-লেন সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বন্দর কেন্দ্রিক টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ভূমি মালিকগণের জন্য ৩,১২০টি বাড়ির মধ্যে ২,৯১২টি বাড়ি নির্মাণ শেষে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে বন্দরের টার্মিনাল এলাকায় সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য ৮০০ KW বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। একটি আধুনিক বন্দর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরমর্শক প্রতিষ্ঠান BUET এবং Royal Hoskoning DHV প্রণয়নকৃত মাস্টার প্ল্যান গত ২৬ জুন ২০২৫ তারিখে চূড়ান্ত করা হয়েছে। মাস্টার প্ল্যানের সুপারিশের আলোকে পরবর্তী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

সারণি ১১.১৩ এ ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত নৌযান হ্যান্ডেলিং এবং রাজস্ব আয়ের তথ্য দেওয়া হলো:

সারণি ১১.১৩: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর নৌযান হ্যান্ডেলিং এবং রাজস্ব আয়ের বিবরণ

অর্থবছর	কনটেইনার হ্যান্ডেলিং	জাহাজ আগমন সংখ্যা	কার্গো হ্যান্ডেলিং (লক্ষ মে. টন)	আয় (কোটি টাকা)
২০১৯-২০	৬৪	৩৬	৬.৭৩	৮৮.০১
২০২০-২১	২৭	৬৯	১৯.২০	১২৬.১৪
২০২১-২২	৭৭	৭২	২২.৭১	১৮৭.৪৯
২০২২-২৩	৩৬	১১১	৩৮.০১	৩৭৬.১১
২০২৩-২৪	৩৩	১২৩	৫০.৭৪	৪৪১.৯৬
২০২৪-২৫	৩০	৮৫	৪৮.৯৪	৭৯৮.০৫

উৎস: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের (বিএলপিএ) আওতাধীন বর্তমানে মোট স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৪টি এবং চালুকৃত স্থলবন্দরের সংখ্যা ১৬টি। ১৬টি স্থলবন্দরের মধ্যে ১১টি স্থলবন্দর বেনাপোল, ভোমরা, আখাউড়া, বুড়িমারী, নাকুগাঁও, তামাবিল, সোনাহাট, গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী, বিলোনিয়া,

শেওলা ও ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের (বিএলপিএ) নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে এবং সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা ও বিবিরবাজার এই ৫টি স্থলবন্দর BOT ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ভোলাগঞ্জ, রামগড় ও বাল্লা এই ৩টি স্থলবন্দর চালুর জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। অবশিষ্ট স্থলবন্দরসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিগত ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থ বছর পর্যন্ত সর্বমোট ৯৩৭.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রায় ৪৬৭২.৬২ কোটি ব্যয়ে আরো ০৩টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে- যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৪ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৪: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০১৬-১৭	১১১.৫১	৭৫.০২	৩৬.৪৯
২০১৭-১৮	১৪৮.৩৩	৯৫.৫৩	৫২.৮০
২০১৮-১৯	২১০.৯৩	১২৬.৬২	৮৪.৩১
২০১৯-২০	২০৮.০০	১৬০.০০	৪৮.০০
২০২০-২১	২৬৪.৮৩	১৭৪.৭৩	৯০.১০
২০২১-২২	২৭২.৩২	২৫২.২৬	২০.০৬
২০২২-২৩	২৭০.৫৭	২২০.৭১	৪৯.৮৬
২০২৩-২৪	২৬৪.৮৩	২১৯.৭২	৪৫.১১
২০২৪-২৫	২৭৬.৭৭	২১০.৫৫	৬৬.২২

উৎস: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ।

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় এবং সমুদ্রগামী জাহাজগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিদেশি জাহাজগুলোকে এর বন্দরে নিরাপদে পরিচালনার জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। এটি বাংলাদেশি নাবিকদের কর্মসংস্থানের অধিকার রক্ষা এবং জাতীয় শিপিং প্রতিষ্ঠানগুলোর বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই অধিদপ্তরের কার্যক্রম জাতীয় শিপিং নীতি, প্রাসঙ্গিক শিপিং আইন ও বিধিমালা এবং প্রযোজ্য সামুদ্রিক কনভেনশন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এছাড়াও, এই অধিদপ্তর শিপিং সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করে, আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা (IMO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। এটি এই সংস্থাগুলোর গৃহীত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করে। ২০১৬-১৭ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৫ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৫: নৌপরিবহন অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০১৬-১৭	১৯.৭২	৩৩.৪৬	১৬.৩৭
২০১৭-১৮	৩৭.৯৩	৩৮.৯৮	১৬.৫৬
২০১৮-১৯	৩৬.৫৪	৪৩.৮০	১৭.৫৩
২০১৯-২০	৪১.৮১	৩৮.১২	১৫.৬৬
২০২০-২১	৪১.৩৩	৩৯.৬২	১৫.০১
২০২১-২২	৪৭.৭৫	৪৯.৯৪	১৯.৬০
২০২২-২৩	৪২.৩৬	৬৫.৮৩	১৮.৮৩
২০২৩-২৪	৪৫.৮৪	৬৪.৪৯	২১.৫২
২০২৪-২৫	৫৮.০০	৭১.০৭	২১.৩০

উৎস: নৌপরিবহন অধিদপ্তর।

নৌপরিবহন অধিদপ্তরের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য/অগ্রগতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থা (IMO) অধীনস্ত আন্তর্জাতিক মোবাইল স্যাটেলাইট অর্গানাইজেশন (IMSO)-এর মহাপরিচালক পদে বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধির নির্বাচিত হওয়া, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।
- বহির্বিশ্বে সমুদ্র পথে বাংলাদেশী জাহাজের নিরাপদ চলাচল ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে লং রেঞ্জ আইডেন্টিফিকেশন ট্র্যাকিং (LRIT) সিস্টেম বাস্তবায়ন।
- বাংলাদেশি নাবিকদের বিশ্বের সকল দেশে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে সীফেয়ারার বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল আইডেন্টিটি ডকুমেন্টস (SID) প্রদান।
- নাবিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সহজতর করতে কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ সার্টিফিকেট (CDC)-এর আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করা।
- দক্ষ নাবিক ও মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে চারটি নতুন সরকারি মেরিন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মেরিটাইম প্রশিক্ষণের জন্য সকল মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রনয়ন এবং উক্ত প্রশিক্ষণ মনিটরিংয়ের জন্য অনলাইন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

- দেশের নৌপরিবহন ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করণের লক্ষ্যে ৯৩২.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত ‘এস্টাবলিস্টমেন্ট অব গ্লোবাল মেরিটাইম ডিসট্রেস এন্ড সেইফটি সিস্টেম এন্ড ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম’ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ জুন’২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ঢাকার আগারগাঁও এ ‘জিএমডিএসএস’ ‘কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টার’ সম্বলিত অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও উপকূলীয় এলাকায় কোস্টাল রেডিও স্টেশনসহ ৭টি আধুনিক লাইট হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (BSC)

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন তার নৌবহর এবং সক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে নতুন জাহাজ সংগ্রহের পরিকল্পনা, যেমন কাঁচামাল তেল ট্যাঙ্কার, বাল্ক ক্যারিয়ার এবং LNG ক্যারিয়ার, যা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে। ফ্লিট ব্যবস্থাপনা, ক্রু প্রশিক্ষণ এবং পরিচালনা দক্ষতার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সংস্কারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে যা দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও অবদান রাখছে। BSC-এর কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তন লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ নতুন জাহাজগুলি নির্গমন কমানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং কর্পোরেশন SDG সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলিতে অবদান রাখছে, যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (SDG 1), খাদ্য নিরাপত্তা (SDG 2), যথাযথ কর্ম (SDG 8), এবং লিঙ্গ সমতার (SDG 5) মাধ্যমে তার সামুদ্রিক কার্যক্রম এবং কর্মশক্তি উন্নয়ন কর্মসূচি। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের (মার্চ-২০২৫ পর্যন্ত) বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১৬ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৬: বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নীট লাভ/(লোকসান)
২০১৬-১৭	১১৬.৫৪	১০৭.৮৯	৮.৬৫
২০১৭-১৮	১২৬.৫২	১১৪.০১	১২.৫১
২০১৮-১৯	২২২.৯৭	২০৫.৪৬	১৭.৫১
২০১৯-২০	৩২২.৮৪	২৮১.৩৭	৪১.৪৭
২০২০-২১	৩২২.৯৭	২৫০.৯৫	৭২.০২
২০২১-২২	৫১৭.৪০	২৯১.৬০	২২৫.৮০
২০২২-২৩	৬৬৭.২২	৪২০.৯৩	২৪৬.২৯
২০২৩-২৪	৫৯৭.১৮	৩৪৭.৪৯	২৪৯.৬৯
২০২৪-২৫*	৫৬৭.৮৫	৩৪৮.৫২	২১৯.৩৩

উৎস: বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। * সাময়িক

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি হচ্ছে নৌশিক্ষার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান যা আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (IMO) Standard of Training Certification and Watch keeping for seafarers (STCW) কঠোরভাবে অনুসরণ করে ২০১২ সাল থেকে ১২৪ জন নারীসহ পেশাগতভাবে দক্ষ, পরিবেশ সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত এবং চৌকস প্রায় পাঁচ হাজার ছয়শত ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বর্তমানে, ৫৯ ব্যাচে ১৬৩ জন (ফিমেল ক্যাডেট ১২ জনসহ) এবং ৬০ ব্যাচে ১৪৫ জন (ফিমেল ক্যাডেট ১৯ জনসহ) ক্যাডেট প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। নটিক্যাল ইনস্টিটিউট, Institute of Marine Engineering, Science and Technology, London এবং মার্চেন্ট নেভি ট্রেনিং বোর্ড থেকে পাওয়া সাম্প্রতিক স্বীকৃতি একাডেমির বৈশ্বিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের প্রতি প্রতিশ্রুতি আরও শক্তিশালী করেছে। ইঞ্জিন এবং নেভিগেশন সিমুলেটর, ই-লার্নিং মডিউল, বিশেষায়িত ল্যাব এবং মেরিটাইম সায়েন্সে এমএসসি-সহ শিক্ষাগত উন্নয়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নতি নৌ-প্রশিক্ষণে একাডেমির নেতৃত্বকে আরো সুসংহত করেছে। এই উদ্যোগগুলি নিশ্চিত করছে যে, একাডেমির গ্র্যাজুয়েটরা বৈশ্বিক সামুদ্রিক শিল্পের চাহিদা মেটাতে উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন এবং বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম।

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর নাবিকদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম এর জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন একটি রেগুলেটরী সংস্থা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই.এল.ও), আন্তর্জাতিক নৌসংস্থা (আই.এম.ও) এর নাবিক কল্যাণমূলক কনভেনশন ও রিকমন্ডেশন বাস্তবায়নে ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে নাবিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করে থাকে। দেশের বন্দরে বিদেশী নাবিকদের কল্যাণেও ভূমিকা রেখে আন্তর্জাতিক নৌ অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে।

কল্যাণমূলক দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিদপ্তরটি নাবিক ও নৌ কর্মকর্তাদের সাময়িক আবাসন, বিনোদন এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকল্পে দেশের একমাত্র সরকারি সীম্যান্স হোস্টেল পরিচালনা করে আসছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত নাবিক সন্তানদের শিক্ষা সহায়তাকল্পে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। দুঃস্থ, অসুস্থ, মৃত, অক্ষম নাবিকদের চিকিৎসা/পারিবারিক সহায়তা প্রদানে বিভিন্ন তহবিল পরিচালনা করে আসছে। বিদেশী নাবিকদের কল্যাণ সুবিধা প্রদানকল্পে ইন্টারন্যাশনাল সীফ্যারার্স ড্রপ-ইন-সেন্টার পরিচালনা করে আসছে। পরিদপ্তরটির আয়ের উৎস হলো সীম্যান্স হোস্টেলে অবস্থানকারী নাবিকদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীটভাড়া আদায় বাবদ আয় এবং লেভী তহবিল বিধিমালা-২০১৩ অনুযায়ী লেভী তহবিল হতে প্রাপ্ত আয়ের নির্ধারিত অংশ (১৫%) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নদীর অবৈধ দখল, পানি দূষণ এবং কল-কারখানা ও অবৈধ নির্মাণের কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত অবক্ষয় রোধে কাজ করে। একই সঙ্গে এটি টেকসই এবং বহুমুখী নদীর সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রাখে। এর অংশ হিসেবে ৩৩.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়ে নদীর অবস্থা মূল্যায়ন, সংরক্ষণ কৌশল এবং দূষণ প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব দিয়ে কমিশন 'দূষণ, অবৈধ দখল এবং অন্যান্য অপব্যবহার থেকে সংরক্ষণের জন্য ৪৮টি নদীর বিস্তারিত সমীক্ষা ও ডাটাবেস তৈরির প্রকল্প' (প্রথম ধাপ) সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে 'নদী সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প' প্রণয়নাধীন রয়েছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে চলাচলকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল উড়োজাহাজ এর সময়ানুগ, দক্ষ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করে। এ লক্ষ্যে বেবিচক বিদ্যমান বিমানবন্দর, এয়ার ট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সেবা ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে থাকে। বেবিচক-এর অধীনে বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং ২টি স্টলপোর্ট রয়েছে। বেবিচক এর আওতাধীন ১২টি বিমানবন্দর ও স্টলপোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১৭ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৭: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও অন্যান্য)	নীট মুনাফা/ লোকসান
২০১৬-১৭	১৫১৮.১৪	৫৭১.৫৬	১৪২৪.১৭	৯৩.৯৭
২০১৭-১৮	১৬৫৯.৬৫	৫৯৪.১৬	১৭৬৬.০৪	-১০৬.৩৯
২০১৮-১৯	১৬৯০.৭৯	৬২০.৭৩	১৭০৮.০০	-১৭.২১
২০১৯-২০	১৪৭১.৮০	৬৩৩.০৬	২১৬৮.০৯	-৬৯৬.২৯
২০২০-২১	১১৬০.৪৫	৬৬৬.৩৯	১৩৯৬.৭৩	-২৩৬.২৮
২০২১-২২	১৯১০.৯৮	৭৫৯.৭৩	১৯০০.০৩	১০.৯৫
২০২২-২৩	৩১৬২.৬৩	৮৪৮.৭৬	২৫২৪.২৬	৬৩৮.৩৭
২০২৩-২৪	৩৬৩৪.৯৯	১০৩৬.৭৮	২৫৩৩.৯৬	১১০১.০৩
২০২৪-২৫*	৩৮০৫.২২	৯৩৮.৬৬	২৬৫৪.৩৫	১১৫০.৮৭

উৎস: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। *সাময়িক

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বের সাথে আকাশ পথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিমান দেশের অভ্যন্তরীণ সাতটি গন্তব্য যথা: বরিশাল, চট্টগ্রাম কক্সবাজার, যশোর, রাজশাহী, সৈয়দপুর এবং সিলেট এ ফ্লাইট পরিচালনা করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিমান ২৩টি গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শহরগুলো হলো: চেন্নাই, দিল্লি, কলকাতা, কাঠমুন্ডু, ব্যাংকক, কুয়ালালামপুর, সিঙ্গাপুর, গুয়াংজু, আবুধাবি, দুবাই, শারজাহ, দাম্মাম, জেদ্দা, মদিনা, রিয়াদ, কুয়েত, কাতার, মাস্কাট, রোম, লন্ডন, ম্যানচেস্টার,টরন্টো এবং নারিতা।

বিমানের বহরে চারটি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ইআর, চারটি বোয়িং ৭৮৭-৮, দুটি বোয়িং ৭৮৭-৯, ছয়টি বোয়িং ৭৩৭-৮০০ এবং পাঁচটি ড্যাশ ৮-কিউ ৪০০ সমন্বয়ে মোট ২১টি উড়োজাহাজ রয়েছে যার মধ্যে ১৯টি উড়োজাহাজ বিমানের নিজস্ব এবং দুটি লিজকৃত। লাভজনক গন্তব্যে ফ্লাইট ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি, নতুন নতুন আন্তর্জাতিক গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা এবং বহর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিমানের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চলমান রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিমান মোট ৩৩.৮৯ লক্ষ যাত্রী এবং ৪৪,৮৪৩ টন

পণ্য পরিবহন করেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতি সম্প্রতি নতুন PSS (Passenger Service System) চালু করেছে, যার ফলে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন চেক-ইনসহ অন্যান্য সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সেবা বিমানের একটি উল্লেখযোগ্য আয়ের উৎস, কারণ বাংলাদেশের প্রতিটি বিমানবন্দরে বিদেশি এয়ারলাইন্স এর গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সেবা প্রদানে বিমান একমাত্র প্রতিষ্ঠান। রাজস্ব বাড়ানো এবং পরিচালনা দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স একটি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব অখন্ডতা ব্যবস্থা কার্যকর করেছে। সারণি ১১.১৮ এ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

সারণি ১১.১৮: বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা/লোকসান
২০১৫-১৬	৪৯৬৫.৫৩	৪৭৩০.০৩	২৩৫.৫০
২০১৬-১৭	৪৫৫১.৫২	৪৫০৪.৬৩	৪৬.৯০
২০১৭-১৮	৪৯৩১.৬৪	৫১৩৩.১১	-২০১.৪৭
২০১৮-১৯	৫৭৯৪.৯২	৫৫৭৭.১১	২১৭.৮১
২০১৯-২০	৫০৪৪.৪৫	৫১২৫.৫৮	-৮১.১৩
২০২০-২১	৪১২৮.৩৯	৩৯৬৯.৯৯	১৫৮.৪০
২০২১-২২	৬৯৩৫.২৮	৬৪৯৫.৫০	৪৩৯.৭৮
২০২২-২৩	৯৭৭০.১৩	৯৭৪১.৪৭	২৮.৬৫
২০২৩-২৪	১০৫৬২.২০	১০৪০৮.২০	১৫৪.০০
২০২৪-২৫	১২২৬৫.৩৮	১১৫১২.১৭	৭৫৩.২১ *

উৎস: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড।*(অনিরীক্ষিত)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

দেশের সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বিটিআরসি সারা দেশে ইন্টারনেট, বিশেষত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য অনেক হ্রাস পাওয়ার ফলে এর দ্রুত প্রসার ঘটেছে। এছাড়া মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। ইন্টারনেটের উচ্চমূল্যের কারণে এ উন্নয়নের প্রভাব দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে লক্ষ্যে বিটিআরসি চালু করেছে ‘এক দেশ এক রেট’ সেবা। যার কারণে দেশের সকল জনগণের সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩,৪২৪.৬৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে উদ্বৃত্ত রাজস্ব হিসেবে জমা প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

দেশব্যাপী ডিজিটাল সংযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশলগত প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো আধুনিকীকরণের কাজ এগিয়ে চলছে। উচ্চ ক্ষমতার সুইচিং এক্সচেঞ্জ এবং ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য ১২৩.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে ‘ডিজিটাল কানেকটিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্প। চট্টগ্রাম মিরসরাই অর্থনৈতিক জোনে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্পটি ৬১.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর,২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে। ৪৫৯.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wifi) সম্প্রসারণ’ প্রকল্প এবং ৯৭২.২৬ কোটি ব্যয়ে দেশব্যাপী উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার বিস্তার ও ইন্টারনেট সেবার মান উন্নয়নের জন্য ‘বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নতকরণ ও সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্পসমূহ বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বেজার আওতাধীন ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের নিমিত্ত ৯৫.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন’ (১ম পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১,০৫৯.১০ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে দেশব্যাপী ৫জি সেবা প্রদান উপযোগীকরণে আধুনিক ও নিরবিচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সার্ভিস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘৫জি’র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্প এবং ৩৭৮.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য অত্যাধুনিক ও উচ্চগতির ডেডিকেটেড এক্সটার্নাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের নিমিত্ত ‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এক্সটার্নাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পটি বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সমষ্টিগতভাবে, এই প্রকল্পগুলো বাংলাদেশের ডিজিটাল ভবিষ্যতের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগকে আকর্ষণ করেছে যা সংযোগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক

প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করবে। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়ের হিসাব সারণি ১১.১৯ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৯: বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	ব্যয়	নীট মুনাফা/লোকসান
২০১৬-১৭	১২৫৮.৩১	১৪৪১.৫৪	-১৮৩.২৩
২০১৭-১৮	১২৬০.০২	১৬৫২.৩৯	-৩৯২.৩৭
২০১৮-১৯	১০৫৯.৯২	১৪২৮.৩৩	-৩৬৮.৪১
২০১৯-২০	৯২২.৩২	১২৪৬.৭৫	-৩২৪.৪২
২০২০-২১	৮৫৩.৯৯	১১০১.৮৫	-২৪৭.৮৬
২০২১-২২	৯৩৩.৬৭	৯২৬.৯৫	৬.৭২
২০২২-২৩	৯১৩.৬৩	৮৯৯.১৪	১৪.৪৯
২০২৩-২৪	৯৮২.২১	৯১৫.২২	৬৬.৯৯

উৎস: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড।

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি (বিএসসিপিএলসি)

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি (বিএসসিপিএলসি) প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র SEA-ME-WE 4 এর মাধ্যমে ৭.৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ২০১৭ সালে SEA-ME-WE 5 সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হবার দ্বারা এবং বিভিন্ন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বর্তমানে বিএসসিপিএলসি এর ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি প্রায় ৭,২২০ জিবিপিএস (গিগাবিট পার সেকেন্ড)-এ উন্নীত হয়েছে। দেশের সর্বমোট ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৫০ শতাংশ এর বেশি ব্যান্ডউইডথ বর্তমানে বিএসসিপিএলসি এককভাবে সরবরাহ করছে যার পরিমাণ জুন/২০২৫ এর তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৩,৫৬৩ জিবিপিএস। দেশের সাধারণ জনগণকে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত বিএসসিপিএলসি কয়েক দফায় তার সেবার মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে সরকারের একনিষ্ঠতায় প্রতি এমবিপিএস (মেগা বিট পার সেকেন্ড) ব্যান্ডউইডথ-এর মূল্য ক্রমান্বয়ে কমে বর্তমানে ১৪০ টাকারও নিচে নেমে এসেছে। SMW4 সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের Upgradation#6 প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএসসিপিএলসি এর ক্যাপাসিটি আরো ৩,৮০০ জিবিপিএস বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে SMW4 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিপিএলসি এর মোট ক্যাপাসিটির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪,৬৫০ জিবিপিএস। এছাড়া সম্প্রতি কনসোর্টিয়াম হতে SMW5 সাবমেরিন ক্যাবলের Upgradation#4 প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে যাতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিএসসিপিএলসি এর ক্যাপাসিটি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির সম্ভবনা রয়েছে। তাছাড়া ২০২৫ সালের শেষ প্রান্তিকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর পর হতে SMW6 সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে ১৩,২০০ জিবিপিএস ক্যাপাসিটি যুক্ত করা সম্ভব হবে।

২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএসসিপিএলসি এর রাজস্ব আয় ও মুনাফার তথ্য সারণি ১১.২০ এ দেয়া হলো:

সারণি ১১.২০: বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি এর রাজস্ব পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
রাজস্ব আয়	১০৩.৬৭	১৪০.৫০	১৯৫.৫৭	২৪৬.৩৮	৩৪৪.৮৫	৪৪১.৪৮	৫১৫.৪৯	৩৯৮.৫৫
নীট মুনাফা (কর পূর্ব)	৩৮.৯৫	২৯.৩৯	৭৭.৯০	১২০.১৪	২৩৯.৯৮	৩১৭.৪৮	৩৫৮.১৭	২৩৫.৯৪
নীট মুনাফা (কর পরবর্তী)	৩১.৮২	৭.৩৩	৫৮.৫৮	৯০.৫৪	১৯০.৭৩	২৪৭.৪০	২৭৯.০৩	১৮২.৯৯

উৎস: বিএসসিপিএলসি; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে সরকারকে কারিগরী, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ/সহায়তা প্রদান এবং বিলুপ্ত বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)'র কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ২৫ জুন ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজিত হয় এবং সেপ্টেম্বর ২০১৫ এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। সাইবার অপরাধ হ্রাস ও নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স (সিটিডিআর) সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। এ সিস্টেম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের নৈতিক অবক্ষয়মূলক ওয়েবসাইটসমূহের দৃশ্যমানতা বাংলাদেশ থেকে বন্ধ/রোধ করা হচ্ছে। ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের বর্তমান হার এবং ভবিষ্যত প্রক্ষেপণ বিবেচনায়, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে স্থাপিত সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স সিস্টেমের ক্ষমতা সম্প্রসারণে ব্যবস্থা গ্রহণ চলমান আছে।

ডাক অধিদপ্তর

ডাক অধিদপ্তর সারাদেশে ৯,৮৪৮টি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ‘বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন-২য় পর্যায়’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ২৭০টি ডাকঘর নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/মেরামত ও সম্প্রসারণ/সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৭০টি ডাকঘরের মধ্যে ১১টি ডাকঘর ব্যতীত বাকি ২৫৯টি ডাকঘরের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য প্রকল্পটি ৩১-১২-২০২৪খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ২০৩.০২ কোটি টাকা। নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৯৭.০৬ কোটি টাকা। সে অনুযায়ী প্রকল্পটির ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.০৭ শতাংশ।

‘ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে বিভিন্ন শ্রেণির ৪০টি ডাকঘর ভবন নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ২৩টি ডাকঘরের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৭টি ডাকঘর ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৪৭৯.৮৬ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় হয়েছে ৪১৫.৬৪ কোটি টাকা, যার ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৬২ শতাংশ এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৮ শতাংশ।

‘মেইল প্রসেসিং এন্ড লজিস্টিক সার্ভিস টেকসই এবং আধুনিকীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৪-১২-২০২৪ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মূল্য ৪২.০০ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে মার্চ ২০২৬। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ডাক বিভাগের মেইল প্রসেসিং এন্ড লজিস্টিক সাপোর্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দ্রুততর গ্রাহক বান্ধব ডাক সেবা প্রদান করা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ

ডিজিটাল অবকাঠামো, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রবৃদ্ধিকে বিকাশের মাধ্যমে দেশ রূপান্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ বিভাগের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিবরণঃ

- সকল জেলা প্রশাসনের কার্যালয়, ৮টি মন্ত্রণালয়ের ২২৭টি দপ্তর এবং ১৮,৪৩৪টি সরকারি দপ্তর এখন সমন্বিত নেটওয়ার্কে সংযুক্ত। ১৭,৬৪২টি সরকারি দপ্তরে ওয়াই-ফাই জোন স্থাপন করা হয়েছে। মোট ২৫,০০০ সরকারি কর্মকর্তাকে ট্যাবলেট সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৪৮৭টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সহজ ও তাৎক্ষণিক যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন ৮৯৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) উদ্যোগে ঢাকাসহ রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও রংপুরে অবস্থিত কেন্দ্রগুলো থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুবকরা সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। ময়মনসিংহে আরও একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থপন করা হচ্ছে।
- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬২টি জেলার ৪৮টি উপজেলায় ২,৬০০টি ইউনিয়ন পরিষদে ২৭,৫০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, ১,০০০টি পুলিশ দপ্তরে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নেটওয়ার্ক কভারেজের বাইরে থাকা দেশের ৫১টি জেলার ১৯১টি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ৬,৫৩টি ইউনিয়নসমূহে পয়েন্ট অব প্রেজেন্স (PoP) রুম স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৫২টি ইউনিয়ন ইতোমধ্যে নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (NMS)-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে প্রায় ৫,৯০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল (উপরিভাগে ও ভূগর্ভস্থ উভয় প্রকার) স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ সরাসরি আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধার আওতায় আসবে। আইডিয়া প্রকল্প মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্প শুরুর পর থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ৪২৯টি স্টার্টআপকে মোট ৩১.১৯ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এই স্টার্টআপগুলো এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ৮৬ কোটি টাকার বৈদেশিক বিনিয়োগ এনেছে, যা দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে ও ভবিষ্যতে আরও বিনিয়োগের পথ খুলে দিয়েছে।
- ‘আইডিয়া ১০১’ এবং ‘স্টেম কোর্স (ইলেকট্রনিক্স) ফর স্টুডেন্টস’-এর মতো নানা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ প্রজন্ম, উদ্যোক্তা ও

স্টার্টআপ প্রতিনিধিসহ অনেকেই অংশ নিচ্ছেন। প্রকল্প শুরুর পর থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ১৮২টি প্রশিক্ষণ/ ওয়ার্কশপ/ সেমিনারের মাধ্যমে মোট ১৬,০৪৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইডিয়া প্রকল্পের আওতায় স্টার্টআপদের পাশাপাশি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিম্ন আয়ের মানুষদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) অনুদান নামে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে, যা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও দারিদ্র বিমোচনে বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত মোট ২,৪৭৪ জন এসএমই উদ্যোক্তাকে মোট ১২.৩৭ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রত্যেক উদ্যোক্তা ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান পেয়েছেন।

- জাতীয় ই-গভর্নেন্স নেটওয়ার্কের সেবা আরো সহজলভ্য ও নিরাপদ করতে ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অপারেশনস সেন্টারের মাধ্যমে ১৭,৬৪২টি প্রতিষ্ঠানকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। ডিজিটাল সরকার ও অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬১,৮৮৪ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন, ডিজিটাল লিডারশিপ একাডেমী আইন এবং আইসিটি নীতিমালা-২০২৩ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

- ন্যাশনাল জব পোর্টাল উদ্বোধন করা হয়েছে। ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে উক্ত পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রিচার্স এন্ড ইনোভেশন সেন্টার (আরআইসি) স্থাপনের জন্য ১০টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত সেন্টারে ৭৬টি গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রাথমিকভাবে ২৬.৩২ কোটি টাকার তহবিল প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবের জন্য প্রায় ১০টি পেটেন্ট এবং ৪৪টি কপিরাইট নথি প্রস্তুত করা হচ্ছে।